36

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 26 SEP 1998
পৃষ্ঠা 2 কলাম ৩

ঢাকা কলেজ অধ্যক্ষ হতাশ॥ ভিকারুননিসায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া॥ আর নটরডেমে খুশির আমেজ

শরিফুজ্জামান পিন্টু

হতাশ হয়েছেন ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ। ভিকারুন্নিসা নূন কলেজের অধ্যক্ষ ব্যক্ত করলেন মিশ্র প্রতিক্রিয়া। বেজায় খুশি হয়েছেন নটরডেম কলেজের অধ্যক্ষ। নিজ নিজ কলেজের এইচএসসি'র ফল সম্পর্কে এই ত্রিমুখী প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন শীর্ষ তিন কলেজের অধ্যক্ষ।

ঢাকা বোর্ডের মেধা তালিকায় ঢাকা কলেজ সর্বোচ্চ ১৫টি স্থান দখল করলেও খুশি নন ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর জাহানারা বেগম। তাঁর ভাষায়–'আমি ও আমার সহকর্মীরা

উচ্চ মাধ্যমিকের ফল

হতাশ হয়েছি কলেজের ফলাফলে। মনে হচ্ছে যেন কিছুই পাইনি।'

ভিকারুন্নিসা নূন কলেজের অধ্যক্ষ হামিদা আলী ব্যক্ত

(২- পৃষ্ঠা ৫-এর কঃ দেখুন)

ঢাকা কলেজ

(প্রথম পাতার পর)

করলেন মিশ্র প্রতিক্রিয়া। তাঁর ভাষায়– 'আরও ভাল আশা করেছিলাম। তবে আমি হতাশ নই।' তিন গ্রুপের মেধা তালিকায় ভিকারুন্নিসা কলেজের ছাত্রীরা দখল করেছে ১৩টি স্থান।

নটরডেম কলেজের অধ্যক্ষ ফাদার বেনজামিন কস্তা বললেন, 'আমি ও আমার সহকর্মীরা কলেজের ফলাফলে খুবই খুশি। কারণ গত বছরের তুলনায় এ বছর কলেজের সামগ্রিক রেজাল্ট ভাল। ঢাকা বোর্ডে তিন গ্রুপের মেধা তালিকায় নটরডেম কলেজের ছাত্ররা দখল করেছে ১০টি স্থান।

শুক্রবার এইচএসসি'র ফলাফল সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়া হয় তিন শীর্ষ কলেজ অধ্যক্ষের কাছে। বোর্ডের মেধা তালিকায় যথাক্রমে এ তিনটি কলেজ প্রাধান্য বিস্তার করেছে। ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর জাহানারা বেগম বললেন, বিজ্ঞানের মেধা তালিকায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানসহ তিন গ্রুপে ঢাকা কলেজের ছাত্ররা গত বছর ১৮টি স্থান দখল করেছিল। এবার বিজ্ঞানের মেধা তালিকায় ১২টিসহ মোট ১৫টি স্থান দখল করলেও আমরা হতাশ হয়েছি। কারণ কোন গ্রুপেই ঢাকা কলেজের ছাত্ররা প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্থান দখল করতে পারেনি। অধ্যক্ষ বলেন, মানবিকের রেজাল্টে আমরা খুশি, কিন্তু বাণিজ্যে স্ট্যান্ড না করায় শিক্ষকরা বিস্মিত হয়েছেন। তিনি বলেন, বিজ্ঞান গ্রুপে প্রায় সব স্টাররা এ কলেজে ভর্তি হয়। কিন্তু তারা স্টার হয়ে বের হতে পারল না।

ভিকারুন্নিসা নূন কলেজের অধ্যক্ষ হামিদা আলী কলেজের ফলাফলে ব্যক্ত করলেন মিশ্র প্রতিক্রিয়া। তাঁর ভাষায়– 'আরেকটু ভাল আশা করেছিলাম।' গত বছর তিন গ্রুপে ভিকারুন্নিসা কলেজ ২৪টি স্থান দখল করেছিল। এ বছর তিন গ্রুপে দখল করেছে ১৩টি স্থান। অধ্যক্ষ বললেন, সব বছর যে আমরা ভাল করব তার তো কোন অর্থ নেই। মোট কথা, আমি হতাশ নই। তবে এ জন্য খারাপ লাগছে যে, আরও দু' তিনটি মেয়ে নিশ্চিত ভাল করবে বলে আমাদের প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু তারা মেধা তালিকায় আসেনি। অধ্যক্ষ হামিদা আলী জানান, নিয়মিত ক্লাশ করা, শিক্ষকদের গাইড মেনে চলা ও পুরো টেক্সট বইয়ের ওপর দখল রাখা ভাল রেজাল্টের চাবিকাঠি। কোচিং সেন্টার সম্পর্কে তিনি বলেন, মেয়েরা কোচিং নিলে তাদের খেয়াল রাখতে হবে যেন কনফিডেন্স নষ্ট না হয়। তিনি বলেন, একটি প্রশ্নের উত্তর আমরা যেভাবে চাই বা প্রত্যাশা করি অনেক কোচিং সেন্টার সেটাকে অন্যভাবে চায় বা শেখায়। এজন্য কিছুটা সমস্যা দেখা যায়।

নটরডেম কলেজের অধ্যক্ষ ফাদার বেনজামিন কস্তা বললেন, গত বছরের তুলনায় এ বছর আমাদের রেজাল্ট ভাল, তাই আমরা খুশি। গত বছর তিন গ্রুপের মেধা তালিকায় নটরডেম কলেজ ৯টি স্থান দখল করেছিল। এবার দখল করেছে ১০টি স্থান। মানবিক গ্রুপে গত বছর ও এ বছর নটরডেম কলেজের কোন ছাত্র মেধা তালিকায় নেই। এর কারণ জানতে চাইলে অধ্যক্ষ বলেন, বিজ্ঞান ও বাণিজ্যে নম্বর উঠানো তুলনামূলকভাবে সহজ। মানবিকে কঠিন। তিনি বলেন, দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে অধিকাংশ ভাল ছেলে বিজ্ঞান ও বাণিজ্য গ্রুপে ভর্তি হয়। নটরডেম কলেজের ছাত্ররা ভাল ফল করে কেন—জানতে চাইলে অধ্যক্ষ বলেন, শিক্ষকরা ঠিকমতো গাইড দেয়। সাপ্তাহিক পরীক্ষা পদ্ধতি থাকায় ছাত্রদের নিয়মিত পড়াশোনা করতে হয়। এজন্য রেজাল্টও ভাল হয়।